108

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 18 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষকের শূন্যপদ

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দৈন্য এখনও কাটেনি। বিভিন্ন সরকারের আমলে সবার জন্য শিক্ষা, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী কিংবা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি উচ্চাভিলাষী কার্যক্রমের কথা শোনা গেলেও কোন কর্মসূচীই সাফল্যের মুখ দেখেনি। তণমূল পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থাই সম্ভবত সবচেয়ে করুণ। পর্যাপ্তসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় তো এখনও প্রতিষ্ঠাই হয়নি উপরন্তু যে বিদ্যালয়গুলো আছে সেগুলোতেও রয়েছে নানা সমস্যা। বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত পল্লী অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অনেক ক'টিরই স্কুল ভবন বা চালাঘর পর্যন্তও নেই। যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে গ্রামাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত 'ভাল' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করা হয়, সেগুলোও দৈন্যদশায় পতিত। এই দৈন্যের একটি দিক গত রবিবার স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীই সংসদে প্রকাশ করেছেন। ভিন্ন দলীয় জনৈক সাংসদের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশের সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোতে প্রায় ৮ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে যার মধ্যে ১২০৭টি পদ প্রধান শিক্ষকের এবং ৬৬৬৩টি সহকারী শিক্ষকের। তবে সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদগুলো পূরণের জন্য ইতোমধ্যে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার কাজ চলছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন। প্রধান শিক্ষকের পদগুলোও পূরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে তিনি আশ্বস্ত করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী তথ্য দিয়েছেন, প্রধান শিক্ষক পদের মোট সংখ্যা ৩৭ হাজার ৭০৪ এবং সহকারী শিক্ষকের সংখ্যা ১ লাখ ২৭ হাজার ৩৯১। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানিয়েছেন, বেসরকারী রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যে জনগণকে আশ্বস্ত করার প্রয়াস থাকলেও সামগ্রিকভাবে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটা দীন চিত্র ফুটে উঠেছে। শূন্য পদগুলো পূরণের উদ্যোগ নেয়ার কথা জানানো হলেও এক সঙ্গে এত পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকাটা মোটেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয়। এক সঙ্গে এগুলো পূরণ করতে যাওয়াও বেশ ঝামেলার ব্যাপার। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, সিদ্ধান্তহীনতা না উদাসীনতা এ রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে সেটাই এখন জানা দরকার। নিশ্চয়ই এত পদ এক সঙ্গে শূন্য হয়নি। সময় মতো কিংবা পর্যায়ক্রমে যদি পদগুলো শূন্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূরণের উদ্যোগ নেয়া হতো তাহলে এমন নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। নাজুক পরিস্থিতির কথা উঠছে এ কারণে যে, নতুন শিক্ষাবর্ষের পাঠ শুরু হয়েছে এখন সহকারী শিক্ষকের পদগুলো পূরণ হতেও বেশ কিছুটা সময় নেবে। কারণ লিখিত পরীক্ষা শেষে মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার কাজ চলছে। আর প্রধান শিক্ষকের পদগুলো পূরণের প্রক্রিয়া এখনও শুরুই হয়নি। যে গতিতে এদেশে এসব কাজ এগোয় তাতে যদি বছরের অর্ধেক পেরিয়ে যায় প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের পদগুলো পূরণ করতে তাহলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।

কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হবে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের। বছর শেষে রহ ছাত্রছাত্রীর পাঠ্যসূচী অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়ার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যে অবহেলিত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আমলাতান্ত্রিক জটিলতাসহ আরও নানান নেতিবাচক কারণে গতিহীন। ফলে জরুরী করণীয় বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন হতেও সময় লাগে অনেক। শিক্ষাক্ষেত্রে এ অবস্থা বাঞ্ছনীয় না হলেও সম্ভবত বিশাল একটি কাঠামোর অংশ হওয়ায় ব্যতিক্রমী কিছু এখানে ঘটে না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্যতম মৌলিক অধিকার শিক্ষা যখন মুখ্য বিষয় তখন জটিলতা বা অন্য কোন বাধা অথবা দীর্ঘসূত্রতাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়া যায় না।

বাংলাদেশে শিক্ষা সম্প্রসারণ, পাঠ্যক্রম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এমনিতে সমস্যা রয়েছে। কারণ ইতোপূর্বে দীর্ঘ বিশ বছরের বেশি সময় ধরে বিকৃতি যতটা ঘটানো হয়েছে ততটা ইতিবাচক উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এর ওপর বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো শিক্ষক স্বল্পতার জন্য যদি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয় তাহলে দুর্ভোগের প্রকোপ যে বেড়েছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিবন্ধকগুলো দূর করতে সচেষ্ট হবে– আমরা এই আশাই করব এবং ভবিষ্যতে এক সঙ্গে যাতে এত শিক্ষকের পদ শূন্য পড়ে থাকায় সমস্যা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়েও সাবধানী দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।